

তোমাকে চিনেছি ঘাতক

মাহমুদুল হক ফয়েজ

তোমার মুখোমুখি আমি দাঁড়িয়েছি, ঘাতক-
তোমাকে চেনার এখন যথেষ্ট বয়স হয়েছে আমার।
আমাকে অপোক্ত অবুঝ ভেবে পায়ে পরিয়ে দিয়েছো
চলৎশক্তিহীন পাদুকা, হাতে তুলে দিয়েছো লাঠি-লজেন্স।
আমার মেধা লাফিয়ে উঠার আগেই, মাথায় পরিয়ে দিয়েছো
ঢাকনার মত কারুকার্য টুপি।

আমার ফুসফুস হৃৎপিণ্ডে ঢেকে দিয়েছো শক্ত বর্ম।
আমার আঙুল গুলোকে কর্মহীন নিষ্ক্রিয় করার জন্য
প্রতিটি আঙ্গুলে পরিয়ে দিয়েছো চাকচিক্য আংটি।
আমি সুসজ্জিত হয়ে নির্বোধ বালকের মতন
তোমার বৃত্তে দাঁড়িয়েছিলাম এতকাল।
আমি আজ বুঝতে পারছি, যথেষ্ট বয়স হয়েছে আমার।

আমার বুদ্ধির জন্ম যখন হয়নি তখন আমার পিতা
অত্যন্ত সাবলিল ভাষায় আমার উদ্দেশ্যে
লিখেছিলেন স্বাধীনতার সোনালী চিরকুট
বুক পকেটে রাখা সেই চিরকুট লক্ষ করে
তুমি খুব নিপুন নিশানায় গুলি ছুঁড়লে-
চিরকুট ফুঁড়ে গুলি বিশাল হৃৎপিণ্ডে ঠেকলো।
আমি স্পর্শ দেখতে পাচ্ছি-
সিঁড়ি গলিয়ে আমার রক্তাক্ত পিতা
দুমড়ে মুচড়ে সিঁড়ির শেষ ধাপে এসে থামলেন-
নির্বাক নিথর-আমার কোলে-
যেখানে এসে আমি দাঁড়িয়েছিলাম,
আমার উদ্গারিত উত্থানের প্রথম সিঁড়ি-
আজ সেখান থেকে আমার শুরু।
সিঁড়ি বেয়ে চুঁয়ে চুঁয়ে পড়াছিল গল গল গল গল করে রক্ত
আমি সে রক্ত বেয়ে পিচ্ছিল সিঁড়িতে এসে দাঁড়িলাম-
সেখানে তোমার শেষ গুলিটি শেষ লক্ষ ভেদ করে গেছে।
তোমার মুখোমুখি আমি দাঁড়িয়েছি, ঘাতক
তোমাকে চেনার এখন যথেষ্ট বয়স হয়েছে আমার।

সেবারের শীতে উদাম শরীরে কষেট অসহায় ছিলাম
তুমি আমারই শস্য ক্ষেত জ্বালিয়ে-
আমাকেই উত্তাপ দিয়েছিলে।
ক্ষুধায় অতীষ্ট হয়ে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছিল আমার,
তুমি আমাকেই সওদা করে, বিক্রি করে
ক্ষুধা নিবারণ করে তুষ্ঠ করলে।

আমি আমার প্রকৃতির বসন্তে এসে
উপলব্ধিতে দেখতে পাচ্ছি-
অজীর্ণ অসুস্থ পুরোনো পাতা ঝরে
নতুন পাতাদের চঞ্চলতা-
আমি স্পর্শ দেখতে পাচ্ছি
আমার ভিতরে আমি নিয়ত জন্ম নিচ্ছি শঙ্কাহীন উদ্দাম।

তোমার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি, ঘাতক-
তোমাকে চেনার এখন যথেষ্ট বয়স হয়েছে আমার।